কিশোরীর জীবন খেলনা নয়

সেলিনা আক্তার

বাল্যবিবাহ শিশুর মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বাল্যবিবাহের কারণে বিশ্বে লক্ষ লক্ষ শিশুর শৈশবকাল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর অধিকার রক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাল্যবিবাহ নিরোধের বিষয়ে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং SDGs এ বিশেষ দিকনির্দেশনা রয়েছে। উন্নত , স্বাধীন ও সুন্দর জীবনের অধিকারী হওয়া প্রতিটি মানুষের কাছে স্বপ্নের মতো। প্রতিটি শিশু স্বপ্ন নিয়ে বড়োহয়। বাল্যবিয়ে হলে শিশুর স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবী এগিয়ে চলছে তার আপন গতিতে। এই গতির হাল ধরতে হবে নারী- পুরুষ উভয়কে। কিন্তু সামাজিক ব্যাধি বাল্যবিয়ে বাধাগ্রস্ত করছে নারী সমাজের এগিয়ে চলা। একই সাথে বাধাগ্রস্ত করছে দেশের এগিয়ে চলাও।

বাল্যবিবাহ নামটার সাথে কৈশোর কৈশোর একটা ভাব রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যাগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহ একটি। একসময় বাল্যবিবাহ বাংলাদেশে মহামারি আকার ধারণ করেছিল। এখনো যে বাল্যবিবাহ হয় না তা নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জন্য এই শব্দটা বিভীষিকাময় এক অধ্যায়। বাল্যবিবাহ বা শিশুবিবাহ বলতে ঐ বিবাহকে বোঝানো হয়, যেখানে বর ও কনে উভয়ে বা যে কোনো একজন শিশু। বর-কনে দুজনেরই বা একজনের বয়স বিয়ের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত বয়সের কম হলে তা আইনের চোখে বাল্যবিবাহ বলে চিহ্নিত হবে।

হার্ভার্ড ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) যৌথ উদ্যোগে করা জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুসারে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অবস্থান বিবেচনায় নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের নাম আছে এক নম্বরে। তবে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৮তম। নারী উন্নয়নের সার্বিক সূচকে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৪টি দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পরে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০২১ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১৫৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে রয়েছে। নানাসূচকে বিশ্বের রোল মডেল বাংলাদেশ। দিনে দিনে বাল্যবিবাহের হার কমে এসেছিলো। কিন্তু করোনা মহামারির মধ্যে বেড়েছে বাল্যবিবাহ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ও শিশুদের জনসমাগমে অনুপস্থিতি সত্বেও সারাদেশে বাল্যবিয়ে, শিশু ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে শিশুদের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) এক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে ২০২১ সালে স্কুল খোলার পরপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৮৭ টি খবর থেকে ৪৩ হাজার ৫৪ টি বাল্যবিয়ের সংবাদ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ২০২০ এ বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছিল ১০১ জন শিশু। করোনা মহামারির দীর্ঘ দেড়বছরে শুধু টাঙ্গাইল জেলায় এক হাজার দুই শত বিয়াল্লিশটি বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটেছে।

অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার কারণে দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পারিবারিক নির্যাতন বেড়ে যায়। কমবয়সি মেয়েরা বিশেষ করে স্বামী ও শশুরবাড়ীর পক্ষ থেকে মানসিক, শারীরিক ও মৌখিক হয়রানির শিকার হওয়ায় ঝুঁকির মধ্যে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৮৯ ভাগ বাল্যবিবাহের কারণ ইভটিজিং এবং শতকরা ৮২ ভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবক ভীত হয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে দ্রুত বিয়ে দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে। বাল্যবিয়ের কারণে নারীর শিক্ষা গ্রহণও বন্ধ হয়ে যায়। উপযুক্ত হওয়ার আগেই সংসারের নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে না। পর্যায়ক্রমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। কম বয়সের অজুহাত দেখিয়ে নারীকে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয় না। সর্বোপরি, বাল্যবিয়ের কারণে মেয়েশিশু কেবল পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারেন না তা নয় পূর্ণবয়সে পৌঁছেও যোগ্য, দক্ষ ও কর্মক্ষম নারী হিসেবে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে মা ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ প্রায় সব সূচকে অগ্রগতি হলেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বাল্যবিয়ে। সারাবিশ্বে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয় বাল্যবিয়ে সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণও অন্যতম বাধা; কেননা ২০৩০ সালের মধ্যে কিশোরী স্বাস্থ্য উন্নয়নের ওপরেই এসডিজি অর্জনের সাফল্য নির্ভর করছে অনেকখানি।

বাল্যবিবাহের জন্য সচরাচর দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণসমূহকে দায়ী করা হলেও সেগুলো বাল্যবিবাহের মূল কারণ নয়। ঐ কারণগুলোর সমাধানের জন্য বিবাহ দেওয়া যাবে এমন কথাও আইনের কোথাও বলা হয়নি। একটি বৈধ বিবাহের জন্য অন্তত বিবাহ পড়িয়ে দিতে হয়। যতক্ষণ পযন্ত কেউ ঐ বিবাহ না পড়িয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পাত্রপাত্রী নিজেদের কে বিবাহিত বলতে বা ঘোষণা দিতে পারে না । সুতরাং পাত্র বা পাত্রীর আইনে নির্ধারিত বয়স না হওয়া পর্যন্ত যে বা যারা বিবাহ পড়ান বাল্যবিবাহের জন্য মূলত তারাই দায়ী। এদরে সহায়তা ছাড়া পাত্র/পাত্রী অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তি কারো পক্ষেই বিবাহ সপন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এদের সচেতন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে বাল্যবিবাহের হার দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভাব। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর ২(৫) ধারা অনুযায়ী, 'বাল্য বিবাহ অর্থ এইরুপ বিবাহ যার কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক'। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ করে নাই এমন পুরুষ এবং ১৮ বছর পূর্ণ করে নাই এমন নারী। ১৬ অনুচ্ছেদে রয়েছে ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নর-নারীর বিয়ে করার এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে. ১৬(২) অনুচ্ছেদে বিয়েতে ইচ্ছুক পূর্ণ বয়স্ক নর-নারীর স্বাধীন ও পূর্ণসম্মতিতেই বিয়ে সম্পন্ন হবে। শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের

বয়স ১৮ নির্ধারণের জন্য সকল দেশকে অনুরোধ করেছে। সিডো ১৬ (২)অনুচ্ছেদে অনুযায়ী শিশুকালে বাগদান ও শিশু বিবাহের কোনো কার্যকারিতা থাকবে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর ৮ অনুচ্ছেদে রয়েছে কন্যাশিশুর উন্নয়ন ও সকল ধরনের বৈষম্য দূর করতে হবে। নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১ এর ১৮.১ অনুচ্ছেদে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করার কথ বলা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ অনুযায়ী শিশু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহের মতো সকল ধরনের প্রথার অবসান করতে হবে।

কন্যা শিশুদের জীবনের শুরু ভালো হলে পরিবার, দেশ ও বিশ্ব উপকৃত হবে। দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর উপায় শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বিশেষ করে কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ। সরকার সকল প্রকার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কন্যাশিশুর অন্তর্ভুক্তি করার ওপর জোর দিচ্ছে। অধিক পরিমাণে নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য কাজ করছে সরকার। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে । এছাড়াও স্কুলে হেলথ সার্ভিস প্রদান করার পরিকল্পনা হয়েছে সরকারের।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে লন্ডনে গার্লস সামিটে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে বাল্য বিবাহের হার শূন্যে নামিয়ে আনা এবং ১৫- ২১ মধ্যে সংগঠিত বাল্যবিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি কাজ করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি ও জেলা পর্যায়ে ২৫ সদস্য, উপজেলা পর্যায়ে ১৬ সদস্য ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ও সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে । ৬৪টি উপজেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বেইজডভায়োলেন্স প্রতিরোধ করার জন্য ৬৪টি জেলার প্রায় ৮ হাজারটি কিশোর-কিশোরি ক্লাব স্থাপন করা হচ্ছে। তথ্যআপা প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্যসেবা করা হচ্ছে। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সতর্ক করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলাদের বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বাল্যবিবাহ বন্ধে বিভিন্ন রকম সচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে ৯৮৪১২৫টি ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় জয় মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। হেল্প লাইন ১০৯ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ ও হেল্পলাইনের সাথে একসাথে কাজ করছে। যে কেউ এই তিনটি নাম্বারে ফোন করে বাল্যবিবাহ বন্ধে সাহায্য চাইতে পারে। হবে। এছাড়াও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে শিশু সহায়তা কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আছে। ১৬৪৩০ নম্বরে ফোন করে বিনা খরচায় সরকারি আইন সহায়তা নেওয়া যাবে। কোভিড -১৯ মহামারির সময়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইন বাল্যবিয়ে বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বব্যাপী কন্যাশিশু আন্দোলনের ফলে শিশু বিয়ে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে। ২০১৪ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রসারের জন্য “পিস ট্রি” পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া সাউথ সাউথ, প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন, গ্লোবাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড, ও এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড, লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, এসডিজি অগ্রগতি এবং মুকুটমণি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বাল্যবিবাহের ফলে একটি সুন্দর শিশুর জীবন থেকে চলে যায় শৈশবের হাসি। শুরু হয় তার কান্না। চলে যায় তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। বাল্যবিবাহের কারণে শুধু তার পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, দেশ হয় অপুষ্ট ও দুর্বল। জাতি হয় মেধাহীন। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর দিক গুলো গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যাধি নির্মূলে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ বাল্যবিয়ে মুক্ত দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

#

১৩ .০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার